"আগ্রায়"

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যাসতী স্বীয় ধূসরাঞ্চল ধরণীর বুকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। অদূরে যমুনার পরপারে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষের মধ্য হইতে চাঁদ উঠিয়া অনন্ত আকাশের মাঝে অগ্রসর হইতে লাগিল। চাঁদের শুভ্র রজত ধারা সমস্ত বিশ্বে যেন কি এক অপরূপ স্নিগ্ধতা ঢালিয়া দিল। সম্মুখে যমুনা উভয় বেলা-ভূমি সিক্ত করিয়া কুলকুল স্বরে আপনমনে প্রিয়ের আলিঙ্গন মানসে ছুটিয়া চলিয়াছে। যমুনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গায়িত বীচিমালার উপর শুভ্র স্নিগ্ধ চন্দ্র কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইতেছিল। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আমি আর সম্মুখে বিশ্ববিশ্রুত তাজ।

ভারত সম্রাট্ সাজাহান প্রিয় পত্নী মমতাজের স্মৃতির উদ্দেশে আপনার প্রাণ ঢালা ভালবাসা দিয়া—স্মৃতির নীরব অশ্রু দিয়া এই তাজের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কত যুগের জমাট অশ্রু তাজের বুকে লুকান আছে। মূক ভাষায় যেন সে প্রকাশ করিতেছে "ভুলি নাই ভুলি নাই—ভুলি নাই প্রিয়া"। যুগ যুগান্তরের সেই রুদ্ধ আর্ত্তনাদ যেন আমার চতুর্দ্দিকে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মানব অতীতকে ভুলিতে পারে না। সংসারের কঠোর ঘাতপ্রতিঘাতে যখন মানবের অতি নিভৃত-তম তন্ত্রীতে আঘাত লাগে তখনই সে স্বর্ণস্মৃতি বিতাড়িত অতীতকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আপনার প্রাণের ব্যথা ভুলিতে চায়। তাই সা-জাহান তাঁহার মরুময় জীবনের সমস্ত তিক্ততাকে দূরে রাখিবার জন্য—অতীতের সেই সুখময় স্মৃতিকে জীবনের সুখ দুঃখের সাথী করিবার জন্য এই তাজের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পল পল করিয়া কত বৎসর কত যুগ কালের বিশাল গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। আজিও অতীতের সেই সূর্য্য সেই চন্দ্র সমস্তই বর্ত্তমান। সেই যমুনা আজিও কুলকুল স্বরে আপনমনে আপনার কাজে বহিয়া চলিয়াছে—যেন জগতের উত্থান পতন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের দিকে চাহিবার তাহার মুহূর্ত্ত কালও অবসর নাই।

একে একে কত অতীতের ছবি মনে উদয় হইতে লাগিল। অতীতের রুদ্ধ আর্ত্তনাদ যেন সমস্ত নৈশ গগন ছাইয়া ফেলিল। সা-জাহানের সেই 'কানে কানে প্রিয়া নাম ডাকা' রহিয়া রহিয়া আমার হৃদয়ে অতি করুণ সুরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। মোগলের সে বিরাট বাহিনী—সেই 'দিল্লীশ্বরো জগোদীশ্বরো বা'—আজ তাহারা কোথায়? যাহারা মুহূর্ত্তের বিচ্ছেদও সহ্য করিতে পারিত না আজ তাহাদের মাঝে একি কঠিন ব্যবধান। এত ভাল-বাসা এত প্রেম সবই কি নিরর্থক? যাহাকে আমরা প্রেমের শত সহস্র বন্ধনে বাঁধিতে চাই—যাহাকে আপনার ক্ষুদ্র বুকটুকু দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে চাই সেও আমাদের সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া অসীম বিশ্বের মাঝে কোথায় লুকাইয়া যায়।

মানবের মনে চিরন্তন এবং সব চাইতে বড় প্রশ্ন
"কোথায় ছিলাম, কেনই আসা এই কথাটী জানতে চাই—

* * * * *

যাত্রা পুনঃ কোন লোকেতে? * * "

ইহাই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িলাম —ধীরে ধীরে কয়েক ফোঁটা অশ্রু আমার অজানিত ভাবে গণ্ড বহিয়া পড়িল॥ দূরে কোন বিরহীর বাঁশী বাজিয়া উঠিল, উদাস পাগল হাওয়া দূরদূরতম অজানা দেশ হইতে বিরহীর প্রত্যুত্তর আনিতেছিল—ওগো বিরহী! ও সংসার বড় নিষ্ঠুর, তাই যেখানে বিরহ নাই যেখানে দুঃখের কঠোর নিষ্পেষণ নাই সেই খানে তোমারই আশায় আছি এবং অনন্তের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমারই আশায় থাকিব।

শ্রীসুধীর চন্দ্র বিশ্বাস
বিজ্ঞান বিভাগ
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী
'ক' শাখা।